মুক্তিযুদ্ধের লব্ধ অভিজ্ঞতা

মোঃ মাহাবুব এলাহী রঞ্জু, বীর প্রতীক

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ স্মৃতিময় অধ্যায়। লাখো শহীদের রক্তস্নাত স্বাধীনতা বাঙালি জাতীর শ্রেষ্ঠ অর্জন। হাজার বছরের ঐতিহ্য ও ইতিহাস সমৃদ্ধ একটি জাতি সুদীর্ঘ পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পেয়েছিল। শত সংগ্রাম ও সর্বো□চ ত্যাগ তিতিক্ষা ও লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে পাকিস্‌স্তানের বর্বর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীর বীরত্ব অসীম সাহসীকতার সাথে লড়াই করে গৌরবময় বিজয় অর্জন বিশ্বের মুক্তিকামি জনগনের নিকট দৃষ্টান্ত ও প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। আমাদের অনেকেরই জীবনে সুযোগ এসেছিল মাতৃভুমির জন্য নিজেদের উৎসর্গ করার। সেই মহান মুক্তিযুদ্ধের আমিও একজন গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা। আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার বাড়ি গাইবান্ধা শহরে। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষনার সাথে সাথে গাইবান্ধায় চলে আসি এবং স্থানীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। ইতিমধ্যেই গাইবান্ধা কলেজের ইউ ও টি সি এর ডামি রাইফেল দিয়ে কলেজ মাঠে রাতের বেলা ছাত্র-যুবকদের ট্রেনিং চলছিল। ২৫শে মার্চের কালরাতে হত্যাযজ্ঞের পর উত্তরের সৈয়দপুর সেনানিবাস থেকে আফতাব হাবিলদারের নেতৃত্বে ত্রিশ জনের একটি বাঙালি সেনা দল পাকিস্‌স্তান সেনাবাহিনীর সাথে সম্স্লর্ক ছিন্ন করে গাইবান্ধায় এলে তাদেরকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যেই ডামি রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্র-যুবকেরা গাইবান্ধা ট্রেজারীর আনছার বাহিনীর গ□ছত প্রায় তিনশত রাইফেল নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বির□দ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। রংপুর সেনানিবাস থেকে কয়েক দফা পাকিস্‌তান বাহিনী এসে প্রতিরোধ বুহ্য ভেদ করতে আক্রমন করে, কিন্‌তু তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। শেষ পর্যন্‌ত ১৭ই এপ্রিল কয়েকটি ট্যাঙ্ক ও অধিক শক্তি নিয়ে আক্রমন করলে আমরা টিকে থাকতে পারিনি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী গাইবান্ধা শহরে ঢুকে পড়লে আমরা শহর ছেড়ে পুর্ব দিকের ব্রক্ষ্মপুত্র নদের পাড়ে বিভিন্ন গ্রামে আশ্রয় নেই। রাত কাটিয়ে পরের দিন বিশাল ব্রক্ষ্মপুত্র নদ পাড়ি দিয়ে দেশ মাতৃকার মুক্তির অদম্য বাসনা নিয়ে ভারতের অজানা গন্তব্যে রওনা হয়ে যাই।

মাত্র কয়েক মিনিট সময়ে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা কষ্টকর। মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা ব্যক্তি পর্যায়ে প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা অর্জন করেছেন। দলগত অভিজ্ঞতা অর্থাৎ প্লাটুন কোম্স্লানি, ব্যাটেলিয়ান, সেক্টর, আঞ্চলিক ইত্যাদি। আর সকল অভিজ্ঞতার সমষ্টিক রূপ জাতীয় অভিজ্ঞতা। সকল মুক্তিযোদ্ধার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভান্ডার সমৃদ্ধ।

আমরা ২৫ জনের একটি দল বড় আকারের একটি নৌকায় চেপে বিশাল ব্রক্ষ্মপুত্র নদ পাড়ি দিয়ে গভীর রাতে কালাসোনার চরে এসেছি। কালাসোনার চরের অবস্থান খুব সহজে বর্ণনা করতে গেলে এইতো সেদিন যেখানে থাইল্যান্ডের রাজকন্যাকে নিয়ে আমাদের মাননীয়া পররাষ্ট্রমন্‌□ী গিয়েছিলেন। থাই রাজকন্যা সেখানে বিশেষভাবে নির্মিত কুঁড়ে ঘরে দুটি রাত্রি যাপন করেছেন। ১০ই আগষ্ট সকালে খবর এলো মানস নদীর পশ্চিম তীর সংলগ্ন রতনপুর গ্রামে একদল রাজাকার এসে ব্যাপকভাবে লুটতরাজ করছে। আমাদের অবস্থান নদীর পুর্ব পাড়ের গ্রামে। নদীর পাড়ে এসে ব্যাপারটি নিশ্চিত হয়ে আমরা ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকায় ভাগ হয়ে অতি সন্তর্পনে মানস নদী পার হয়ে পশ্চিম তীরে অবস্থান নিলাম। শত্রুরা আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে আমাদের উপর আক্রমন করলে আমাদের পাল্টা আক্রমনে ওরা পরাস্ত হয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল। আমরা এক এক করে বার জন রাজাকারকে অস্‌□সহ হাতেনাতে ধরে ফেললাম। দুইজন রাজাকারকে পালানোর সময় স্থানীয় জনগন ধরে পুর্ব ক্রোধের বসে ধারালো কোদাল দিয়ে ওদের দেহ কুপিয়ে খন্ডিত করে ফেলে। রাজাকারদের নিকট থেকে দখল করা ষোলটি রাইফেল ও গোলা বার□দসহ রাজাকারদের হাতে পায়ে দড়ি দিয়ে বেধে পশ্চিম তীর

থেকে পুর্ব তীরের কালাসোরনার চরে ফিরে এলাম। বন্দী রাজাকারদের দুইজন সাথী যোদ্ধাদের পাহারায় আমাদের মুক্ত এলাকার ক্যাম্স্লে পাঠিয়ে পরবর্তী নিশ্চিত যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে লাগলাম। আমাদের অনুমান এবং ধারণা সম্স্নুর্ণ সঠিক ছিল। বিকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দল ছুটে আসলো রাজাকার ধরার স্থানে। আমরা কিছুটা তৈরি থাকাতে সহসায় যুদ্ধ বেঁধে গেল। দু'পক্ষের মধ্যে বেশ কিছুক্ষন গুলি বিনিময় হবার পর পাকবাহিনী পিছু হটে পালিয়ে যাবার সময় দুই তিনজন আহত হলো বাকিরা আহতদের নিয়ে দ্র□ত পালিয়ে গেল। আমরা পুনরায় কালাসোরনার চরে ফিরে পরের দিনের নির্ঘাত যুদ্ধের কৌশল, পরিকল্পনা জনগণের উপর সমুহ নির্যাতনের সম্ভাবনা ইত্যাদি নিয়ে দুশ্চিন্তাসহ রাত্রিযাপন করলাম। ধারণা ও আনুমানিক হিসাব এতটুকু ভুল ছিল না। সকাল থেকেই শুর□ হলো অগ্নিসংযোগ, বর্বরতা, লুটতরাজ। চারিদিকে নিরীহ মানুষের আর্তচিৎকার ও আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে উঠলো। সে এক নারকীয় দৃশ্য। প্রথমে লুটতরাজ করে বাড়ি ঘরে আগুন দিয়ে লুটকরা মালামাল দুটি নৌকায় বোঝাই করে মানস নদীর পশ্চিম তীর ঘেঁষে নিরীহ মাঝিমাল্লাদের দিয়ে নৌকার গুন টানিয়ে উজানে রসুলপুর পাকবাহিনীর ক্যাম্স্লের উদ্যেশে রওনা হলো। কয়েকজন করে পাকসেনা নৌকার ছৈয়ের উপর অস্□ উচিয়ে বসে, বাকিরা নদীর পার দিয়ে পায়ে হেঁটে রওনা দিল। যুদ্ধের কৌশলগত দিক থেকে আমরা মোটেও ভাল অবস্থানে ছিলাম না। আমাদের অবস্থান শত্রুকে আক্রমন করার পর্যায়ে ছিল না। ওদের সমান্তরালভাবে আমরাও চরের ভিতর দিয়ে লুকিয়ে অগ্রসর হ□ছলাম। সেই সকাল থেকে শুর□ করে দুপুর গড়িয়ে যা□ছ একটু পানি পর্যন্ত পান করার সুযোগ হয়নি। কাশবন, কলাই ও ধৈনচা গাছের কারণে নদীর পুর্বতীর বনাঞ্চলের মত দেখা□ছল। আর সেই আড়াল অবডালের সুযোগে আমরা অগ্রসর হ□ছলাম। এতক্ষন সুবিধা ছিল কিন্তু এখন আর উপায় নেই। আমাদের সামনে চরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত একটি নালা। সেটি অতিক্রম করতে গেলে পশ্চিম পাড় থেকে শত্র□রা আমাদের দেখে ফেলবে। এখন আর উপায় নেই, শুধুমাত্র একটি পথ খোলা তাহলো শত্র□কে আক্রমন করে পরাস্ত করা এবং নিজেকে বাঁচানো। মুহুর্তেই তুমুল লড়াই শুর□ হয়ে গেল। প্রথম আঘাতেই নৌকার ছৈয়ে বসা সৈন্যরা গুলিবিদ্ধ পাখির মত পানিতে পরতে লাগলো। যারা নদীর পার দিয়ে অস্□ উচিয়ে সন্তর্পনে পায়ে হেঁটে এগু□ছল এখন তারা গুলি ছুড়তে ছুড়তে ক্রলিং করে পালাবার চেষ্টা করতে লাগলো। দীঘক্ষন গুলি বিনিময়ের পর ওদের কয়েকজন জীবন নিয়ে পালিয়ে গেল। আমরা ডিঙ্গি নৌকা দিয়ে ৩/৪ জন করে ভাগ হয়ে নদী পার হয়ে নৌকা দুটির নিকট যেয়ে হতবাক হয়ে গেলাম। চার জন যুবতীর আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠলো, প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি ছাগল, খাসি, বাক্স, ট্রাংক, চাল, ডাল ইত্যাদি দিয়ে নৌকা বোঝাই ছিল। মুহুর্তেই গ্রামবাসীরা ছুটে আসতে লাগলো ইতোমধ্যেই পাক সেনাদের কয়েকটি লাশ নদীতে ভেসে গেছে। বাকি ৬/৭টি লাশ গ্রামবাসী তরিঘড়ি করে নদীতে ভাসিয়ে দিল। বেদনা এবং বিষন্নতার মাঝেও যেন আনন্দের বন্যা। স্থানীয় মুর□ব্বিদের ঐ সকল লুটকরা মালামাল যথাযথদের ফেরৎ দেবার জন্য বুঝিয়ে দিয়ে পাকিস্তনি সৈন্যদের একটি চাইনিজ ষ্টেনগান ও পাঁচটি চাইনিজ রাইফেলসহ বেশ কিছু গোলাবার□দ ও আবারো রাজাকারদের দশটি রাইফেল আমাদের হস্ত্মগত হলো। দখলকৃত অস্□, গোলাবারর□দ এবং ধরাপড়া কয়েকজন রাজাকারকে নিয়ে যখন ব্রক্ষ্মপুত্র নদের পুর্ব তীরের মুক্ত এলাকায় ফিরে এলাম তখন যেন আনন্দের উৎসব। মুক্তিকামী জনতা ঐ ধৃত রাজাকারদের হত্যা করতে চায়। মানকারচর সাব সেক্টরের আমরাই প্রথম মুক্তিযোদ্ধার দল যারা পাক সেনাবাহিনীর দখলকৃত অস্□ ও রাজাকারদের বন্দি করে মুক্ত এলাকায় নিয়ে এসেছিলাম। বাঙালি সন্স্তান ভুল করে বাঙালির বিরম্নদ্ধে বিশ্বাস ঘাতকের ভুমিকায় নেমেছে এই বিশ্বাসে সেদিন ওদের ড়্গমা করেছিলাম। মজার বিষয় হ□ছ ঐ সকল বন্দি রাজাকারদের সকলেই চুড়ান্স্ত্ম বিজয় পর্যন্স্ত্ম আমাদের রঞ্জু কোম্স্নানির সাথেই ছিল। পাক সেনাকে হত্যা করে তাদের অস্□ সংগ্রহ করার প্রথম এই সফল অভিযানের মধ্য দিয়ে আমাদের অঞ্চলের যুদ্ধের গতি নতুন মাত্রা পেল। আমাদের সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের মনবল বহুগুণ বেড়ে গেল।

শহরের ছাত্র ও যুবক ছাড়া মুক্তিবাহিনীর অধিকাংশই ছিল গ্রামের গরীব কৃষক পরিবার থেকে আসা। শারিরীকভাবে যোগ্য সহজ সরল দারিদ্র জীবনে অভ্যস্থ কষ্টসহিষ্ণু ধর্মপ্রাণ অদম্য মনোবল, অসীম সাহস ও নিখাদ দেশপ্রেমে বলিয়ান এই সকল তর□ণ যুবকেরা সামান্য প্রশিক্ষণ ও অতীব সাধারণ অস্□ দ্বারাই সু-প্রশিক্ষিত আধুনিক সমরাস্□ সজ্জিত শক্তিশালী পাকিস্তানি দখলদার সেনা বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করতে করতে চুড়ান্ত বিজয়ের দিকে এগিয়ে যায়।

উপরোল্লেখিত সফল অভিযানের কয়েকদিন পরেই আমাদের অপর একটি দল বোনারপাড়া-ফুলছড়ি রেলওয়ের ভরতখালী রেল ষ্টেশনের পশ্চিমে রেল লাইনে ট্যাংক বিধ্বংশী মাইন বসিয়ে পাকিস্তানি সেনা বহনকারী একটি ট্রেনের কয়েকটি বগি উড়িয়ে দিয়ে পাকবাহিনীর উপর প্রবল আক্রমণ করলে লেঃ কর্ণেল রহমত উল্লাহ এবং মেজর শের আলী খানসহ প্রায় বিশ জন পাক সেনা নিহত হয়। পাকিস্তান বাহিনী সাধারণত ট্রেনের ইঞ্জিনের সম্মুখে একটি কিংবা দু'টি খালি মালবাহী বগি সংযোগ করে চলাচল করত সে কারণে তাদের হতাহতের সংখ্যা আশানুরূপ করা যায়নি। এমন ধরণের অভিযান পরিচালনা করলে আশেপাশের জনগণের উপর পাকিস্তান বাহিনীর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাবে, সমুহ ক্ষতি এবং নিশ্চিত মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা করে নিরীহ জনগণ মুক্তিবাহিনীকে উৎসাহ প্রদান সহ সব ধরণের সাহায্য সহযোগীতা করেছে।

যুদ্ধের ঘটনাবলি সুখপাঠ্য কিংবা শুনতে বা জানতে বেশ উত্তেজনার কিন্তু যুদ্ধ মানেই ভয়াবহতা, যুদ্ধ মানেই শত্রুর উপর আঘাত, যুদ্ধ মানেই শত্রুকে ঘায়েল কিংবা নিধন করা, যুদ্ধ মানেই ধ্বংসস্তুপের উপর নব জাগরণ, সৃষ্টির আকা□ক্ষার বাস্তবায়ন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ মুলত একটি সফল জনযুদ্ধ। প্রচলিত যুদ্ধের রণনীতি কিংবা রণকৌশলের দিক থেকেও স্বতন্□। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনীর বিপরীতে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ? যে মুক্তিবাহিনী পাকিস্থান সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আশা বাঙালি সু-সন্তান, ইপিআর, পুলিশ, আনছার মোজাহিদ বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য এবং ছাত্র কৃষক এবং শ্রমিকের সমন্বয়ে গঠিত বস্তুত মোটেও তেমনটি না। মুলত সেদিনের যুদ্ধ হয়েছিল পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনীর বির□দ্ধে বাঙালি জাতির। তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সমগ্র জনগনের জাতীয় স্বাধীনতার প্রবল আকা□ক্ষায় প্রজ্জলিত নিরীহ নিরস্□ বাঙালি জাতির ইস্পাত কঠিন ঐক্য দেশমাতৃকার জন্য আত্মত্যাগ এবং সম্মিলিত শক্তির মুর্ত প্রতীক ও সম্মিলিত কন্ঠের মুর্ত বহিঃপ্রকাশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর সেই দেশমাতার গর্ভে জন্মেছিল সুর্য সন্তানদের দ্বারা গঠিত মহান মুক্তিবাহিনী। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ মুলত একটি অসম যুদ্ধ। আধুনিক অস্□ ও প্রশিক্ষিত একটি শৃ□খল সামরিক বাহিনীর বিপরীতে প্রশিক্ষণহীন ও অপরিকল্পিত যুদ্ধ স্বল্প সময়ের মধ্যেই সু-শৃ□খল বাহিনীতে পরিণত হয়।

আগষ্টের প্রথম দিকে খুব সুষ্টুভাবে কমান্ড স্থাপিত হলো। সেক্টর হেড কোয়ার্টার, সাব সেক্টর হেড কোয়ার্টার এবং কয়েকটি করে যুদ্ধবত কোম্পানি। আমাদের ১১ নম্বর সেক্টরের অধীন মানকাচর সাব-সেক্টরের কোম্পানি কমান্ডারদের মধ্যে খন্দকার র□স্তম আলী, মাহাবুব এলাহী রঞ্জু, এম এন নবী লালু, আমিনুল ইসলাম সুজা এবং খায়র□ল আলম (নজর□ল ইসলাম) প্রমুখ এক একটি কোম্পানির সেনাবল একশ পঞ্চাশ জনের অধিক কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনশত ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কোম্পানি কমান্ডারদের নাম অনুসারে কোম্পানিগুলির নামকরন করা হয়। যেমন র□স্তম কোম্পানি, রঞ্জু কোম্পানি, লালু কোম্পানি, সুজা কোম্পানি, খায়র□ল আলম কোম্পানি ইত্যাদি।

গাইবান্ধা শহর থেকে ৮ কি. মি. সুন্দরগঞ্জ থানা এলাকায় যাবার রাস্তায় প্রায় তিনশত ফুট দৈর্ঘ্য দাড়িয়াপুর সেতুটি গুর□ত্বপুর্ণ। সেতুটি উড়িয়ে দিতে পারলে শত্রর যোগাযোগ ব্যাহত হবে এবং সেই সুযোগে শত্রুর উপর আক্রমন জোরদার করে শত্রুকে ঘায়েল করা সহজ হবে। পরিকল্পনা মাফিক আমাদের রঞ্জু কোম্পানির প্রায় একশজন সদস্য ব্রক্ষপুত্র নদ পাড়ি দিয়ে সুন্দরগঞ্জ থানাধীন দক্ষিণ শ্রীপুরে অবস্থান গ্রহণ করে। পথ-ঘাট দেখানোর জন্য স্বে□ছায় ষাটউর্দ্ধ বয়সের শরনার্থী রাজেন বাবু

আমাদের সাথে এসেছে তার বাড়ি সুন্দরগঞ্জ থানাধীন ছাপড়হাটি গ্রামে। ১৭ই সেপ্টেম্বর দিনগত রাতে সেতুটির উভয় প্রান্তের পাহাড়ারত শত্রু পক্ষের সঙ্গে প্রচন্ড লড়াই হয়। সেতুটির গুর□ত্ব বুঝে পাকা বাংকার বানিয়ে শত্রুপক্ষ বেশ কিছুদিন যাবত সেখানে অবস্থান করছিল। যাহোক শেষ পর্যন্ত শত্রুরা পরাস্ত হলে উ□চ ক্ষমতা সম্স্লন্ন বিস্ফোরক বসানো হল। বিকট শব্দে দাড়িয়াপুর সেতু ধ্বংস হয়ে পানিতে পড়ে গেল। এতবড় একটি সেতু ধ্বংস হয়ে পানিতে পড়ে যাবার দৃশ্য স্বল্প কথায় বর্ণনা করা সম্ভব নয় সফল অভিযানের আনন্দ নিয়ে আমরা ভোরবেলা আশ্রয়ে ফিরছিলাম। দাড়িয়াপুর সেতুর দুই কি. মি. উত্তরে মাঠের হাটে পৌঁছলে আমাদের উপর অতর্কিত হামলা হল। মুহুর্তেই আমাদের কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। গুলি বিনিময় করতে করতে আহতদের নিয়ে আমরা নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছে আহত সাহযোদ্ধাদের দ্র□ত ব্রক্ষপুত্র নদের পুর্ব তীরের মুক্ত এলাকায় পাঠানো হয়। আমরা বাকি সবাই সুন্দরগঞ্জ থানাধীন ছাপড়হাটি এলাকায় আশ্রয় নিলাম। এলাকাটি ঘন বাঁশ বাগানে ঘেরা। ১৯শে সেপ্টেম্বর বেলা আনুমানিক ১২টার দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদেরকে ঘিরে ফেললো। বিকাল পর্যন্ত একটানা গুলিবিনিময় হলে আবারো আমাদের কয়েকজন আহত হল। এই ভয়াবহ যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অন্তত বিশ, পঁচিশজন সেনা আহত কিংবা নিহত হয়। আমরা আহত সাথীদের নিয়ে ব্রক্ষপুত্র পাড়ি দিয়ে মুক্ত এলাকায় চলে আসি এবং আহতদের দ্র□ত সাব সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয়। যুদ্ধ শেষে ঐ দিন রাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে ভীষন অসুস্থ হয়ে পড়ি জ্বরের মাত্রা ১০৬ ডিগ্রি পার হয়েছিল বলে শুনেছি। আহত সহযোদ্ধারা সহ অধিকাংশতাই ব্রক্ষপুত্র পাড়ি দিলেও প্রায় দশ জন যোদ্ধাসহ আমি এবং রাজেন বাবু নৌকা না পাওয়ায় দক্ষিণ শ্রীপুরের এক দরিদ্র কৃষকের আশ্রয়স্থলে থেকে যাই। পরের রাতে বড় নৌকা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ছোট একটি নৌকায় আমরা রওনা হই। গভীর রাতে মাঝ নদীতে প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টি শুর□ হয়। আমাদের ছোট্ট নৌকাটি ঝড়ের কোপে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। ভয়ে আমাদের যোদ্ধাদের সকলে উ□চকণ্ঠে লা-ইলাহা-ইল্লালাহু..... কলেমা সহ বিভিন্ন দোয়া দর□দ পড়তে লাগল। রাজেন বাবু উ□চ কন্ঠে হরি-গুর□-হরি-গুর□ সহ বিভিন্ন মন্□ পাঠ করছিলেন তারসাথে সহযোদ্ধ নির্মল ও ষষ্ঠি একই সুরে বলতে লাগল। জ্বরের তাপে এক পর্যায়ে আমি মুর্ছা গিয়েছি। যখন হুঁশ হল তখন নির্ঝর পরি□ছন্ন ভোর রাত। সকলের মুখে মহাবিপদের পরের স্বস্তির হাসি। সে রাতে পরস্স্লরের প্রার্থনার প্রতি অসম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রদ্ধাবোধ আমার স্মৃতিস্স্লটে চির জাগর□ক।

ইতোমধ্যেই পাকিস্তান বাহিনী ব্রক্ষপুত্র নদের সমান্তরাল পশ্চিম তীর ঘেষে যে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ সেটির কামারজানি, রসুলপুর স্স্লুইসগেট, রতনপুর, ফুলছড়ী, সাঘাটা ইত্যাদি স্থানে শক্ত ঘাটি গড়ে তুলেছে। বাধের উপর দুরত্বভেদে মাঝে মাঝে রাজাকার বাহিনীর ক্যাম্স্ল বসিয়ে বাধ পাহাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। তাদের উদ্দেশ্য মুক্তিবাহিনী যেন ব্রক্ষপুত্র নদ পাড়ি দিয়ে এসে বাধ পার হতে না পারে। কালাসোনারচর এবং বন্যা নিয়ন্□ন বাধের মাঝ দিয়ে মানস নামের ছোট একটি নদী প্রবাহমান। ইতোমধ্যেই আমরা মানসনদী পার হয়ে বন্যা নিয়ন্□ন বাধ সংলগ্ন ক্যাম্স্লগুলি আক্রমন শুর□ করেছি।- ৫ই অক্টোবর ও ২৫শে অক্টোবর রাতে ক্ষীপ্র আক্রমনের মধ্য দিয়ে কাইয়ার হাট ও কেতকীর হাট রাজাকার ক্যাম্স্ল দখল করে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিপুল অস্□ ও গোলাবার□দ আমরা সংগ্রহ করেছি। ওদের কেউ আত্ম সমর্পন করেছে আর কেউবা জীবন নিয়ে পালিয়েছে। রাজাকারদের এই ক্যাম্স্লগুলি থেকে আশে পাশের গ্রামের জনগনের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হত।

২৯শে অক্টোবর ফুলছড়ী থানার কঞ্চিপাড়া গ্রামে রসুলপুর সুইচগেটের পাকিস্তান বাহিনীর ক্যাম্স্ল থেকে প্রায় ২০/২৫ জন পাকিস্তানি সেনারা তাদের দোসর রাজাকারদের সাথে নিয়ে লুটতরাজ করতে এলে আমরা আক্রমন করি। যুদ্ধের এক পর্যায়ে পাকসেনারা বিক্ষিপ্তভাবে পালাতে থাকে এবং একে অন্যের নিকট থেকে বি□ছন্ন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আমরা খবর পাই পাকিস্তানির একজন সৈনিক অস্□সহ একটি বাড়িতে লুকিয়ে আছে। আমরা সন্তর্পণে বাড়িটি দীর্ঘ সময় ঘিরে রাখি। সন্ধ্যা নেমে

আসছে বিধায় আমাদের কয়েকজন সহযোদ্ধা মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে তল্লাশী করতে থাকে। বাড়িটির এক কোণে মুরগী পালনের ছোট্ট একটি ঘরের পাশে লুকিয়ে থাকা ভীত সন্ত্রস্ত ঐ পাকিস্তানি সৈন্যকে আমরা ধরে ফেলি। আশ্চর্য ও নির্মম সত্য যে, ঐ বাড়ির মা-বোনেরা পাকিস্তানের ঐ সৈনিককে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করেছিলেন। বাঙালি মা-বোনের চিরায়ত মমত্ববোধের ঐ দৃষ্টান্ত আমাদের কোমল হৃদয়ের প্রতি□ছবি।

আমাদের অবস্থান মোটেও নিরাপদ ছিল না। উত্তর দক্ষনে কয়েক মাইল কালাসোনারচর বিস্□ৃত কিন্তু প্রস্থে খুব সামান্য পুর্ব দিয়ে বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত আর পশ্চিম দিকে ছোট মানস নদীটি পার হলেই বাধের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি শত্রু ক্যাম্প। পিছনে অরক্ষিত, সামনে তোপের মুখে। সামরিক কৌশলগত দিক থেকে মহা বিপদোম্মুখ অবস্থান। তার উপর পাকবাহিনীর দোসর দালাল শান্তি কমিটি, আলবদর, রাজাকারদের উৎপাত। রঞ্জু কোম্পানীর তখন পাঁচটি প্লাটুন নিয়ে কালাসোনারচরের বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা চলছিল।

৩রা নভেম্বর ভোরবেলা পাকবাহিনীর প্রবল আক্রমনের মুখে পড়ে গেলাম। বালাসী ঘাটের কাছে বন্যা নিয়ন্□ন বাধ এবং মানস নদীর মাঝে সমান্তরাল আরেকটি মিনি বাধ ছিল। আমরা ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যা□ছিলাম আর ওরা অবস্থান নিয়ে ছিল সেই মিনি বাধে। সমর কৌশলের দিক থেকে আমাদের চেয়ে ওদের অবস্থান অনেকটা নিরাপদ। আমরা জমির আইলে অবস্থান নিলাম। তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। গুলি বিনিময় চলতে থাকলো। ভোর থেকে ক্রমে সুর্যের আলো বাড়ছে আর এদিকে রনাঙ্গনের উত্তাপও বেড়ে গেল। আমাদের সাথী ফজলু একটু ভাল অবস্থানে যাবার চেষ্টা করতেই পাজরে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল। অদম্য সাহসী মান্নান ওকে পিঠে নিয়ে ভাল অবস্থানে নেবার চেষ্টা করলে পুনরায় আরেকটি গুলি ফজলুর ঘাড়ে বিদ্ধ হল। ফজলু ছটফট করতে করতে একটু পানি চা□ছিল। আমি অতি সন্নিকটে কিন্তু ওর আমৃত্যু পিপাসা আমি মেটাতে পারিনি, ওর মুখে দেবার মত এতটুকু পানি ছিল না। প্রথমে আর্তনাদ পরে ছটফট করতে করতে অশান্ত ফজলু চির শান্ত হয়ে গেল। ফজলু শহীদ হলো, আহত হয় তাজুল ইসলাম। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত যুদ্ধ চললো, ফজলুর মৃতদেহ পড়ে রইল। আমরা মরিয়া হয়ে আক্রমন জোরদার করলাম। পাকিস্তানসেনারা শেষ পর্যন্ত পিছু হাঁটতে বাধ্য হলো, পালিয়ে বাঁচলো। বেদনা ভারাক্রান্ত মনে ফজলুর মৃতদেহ ও আহত তাজুলকে নিয়ে কালাসোনার চরে ফিরে এলাম। স্থানীয় জনগন সমবেদনা জ্ঞাপন করে দাফন কাফনের ব্যবস্থা করলেন। এক পর্যায়ে স্থানীয় জনগন কালাসোনারচরের নাম শহীদ ফজলুর নামে রাখার প্রস্তাব করলে কালাসোনারচর ফজলুপুর ইউনিয়ন নাম ধারণ করে চিরকাল মুক্তিযুদ্ধের গৌরব হয়ে রইল।

ৎড়হলঁনড়৭১@ুধযড়ড়.পড়স
m.e.ronju@gmail.com
Cell: 01715-111267